Script for Vigyan Prasar Radio Serial

Segment No.4 Natural Resource Management

Episode No. 34 : Sustainable Procurement

Written by Dr. Sima Mukhopadhyay

From Science Communicators Fourm

.... মেলায় কথা বার্তার শব্দ ....

মিলি : Thank you চন্দ্রা এইরকম interesting একটা মেলায় আমাকে নিয়ে এসেছিস বলে।

চন্দ্রা : তবে? তুইতো আসতেই চাইছিলি না। Seed Fair সেটা আবার কি? শুনেই ঠোঁট উল্টোচ্ছিলি।

মিলি : নারে বই মেলা, হস্ত শিল্প মেলা, বস্ত্র মেলা এই সব শুনেই তো অভ্যস্ত। তাই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কি।

চন্দ্রা : অ্যাই মিলি এদিকটায় আয়, এদিকটায় আয়। দেখ আদিবাসী মেয়েরা কেমন ওদের হাতের তৈরি জিনিস পত্র এনেছে। আর ওদের সাজগুলো দেখ, পেতে চুল আঁচড়ে কি সুন্দর নকশা করা ক্লিপ লাগিয়েছে।

মিলি : ওমা কতরকমের চাল, সবজি, আচার কত কিছু রয়েছে ওদের স্টলে।

চন্দ্রা : এই দেখ ছোট প্যাকেটে করে কি দারুণ পায়েসের চাল বিক্রি হচ্ছে। লেখা রয়েছে প্রকৃতির উপহার। চাবল কা নাম - জীরা ফুল, সুগন্ধিত চাবল। জিলা-সাগরপুর (ছত্রিশগড়)। যদিও দামটা একটু বেশি কিন্তু এমন জিনিস কোথায় পাবি বল?

মিলি : ঠিকই বলেছিস, চন্দ্রা। কি দারুণ দারুণ সব জিনিস পত্র বিক্রি হচ্ছে। সবইতো কিনে নিতে ইচ্ছে করছে।

চন্দ্রা : আরে দাঁড়া। এখনই সব কিনতে শুরু না করে আগে পুরো স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে নিই, তার পর বুঝে সুজে কিনব।

মিলি : আরে দেখ দেখ এখানে সাজান রয়েছে কত ধরনের বেগুন। কুট্টি কুট্টি থেকে ঢাউশ মাপের কত ধরনের বেগুন। এত রকমের বেগুন হয় আগে জানাই ছিল না।

চন্দ্রা : তাইতো। ওমা এখানে প্যাকেটে করে নানান সবজির বীজও পাওয়া যাচ্ছে। আমি ভাই এখুনি একটু কিনে নিই, পরে যদি ভুলে যাই।

মিলি : সে আমি আগেই বুঝে গেছি। তোর ছাদ বাগানের কথা তো আমি জানি। তাড়াতাড়ি যা নেওয়ার নিয়ে নে তারপর ওই দিকটায় যাব।

বিক্রেতা : আসুন দিদি খুব ভালো ঢেঁকিছাটা চাল নিয়ে যান। এমন চাল কোথাও পাবেন না। আর এই দেখুন এই চালটার ফ্যানাভাত দারুণ হয়। খেতেও দারুণ স্বাদ। আর এই যে চালটা দেখছেন চালটা এর নাম কালাভাত।

চন্দ্রা : ও বাবা এটাতো দেখতে একদম কালো। মনে হচ্ছে যেন খারাপ হয়ে গেছে।

বিক্রেতা : দিদি চালটা দেখতেই এই রকম। এই কালাভাতের কদর এখন দেশে বিদেশে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে এর বিবিধ পুষ্টিগুণ ও রোগ নিরোধক গুণের কথা জানিয়েছেন। এই চালের পায়েস করে খান। খিচুড়ি বানিয়ে খান, দারুণ স্বাদ।

চন্দ্রা : ঠিক আছে ফেরার সময় নিয়ে যাব। চল মিলি ওই দিকটায় যাই।

মিলি : আরে এদিকে তো জৈব কৃষির উপর প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা রয়েছে দেখছি। বা: এই ব্যাপারে নানান বইও বিক্রি হচ্ছে।

চন্দ্রা : ওই দ্যাখ মিলি ওখানে কেঁচো সার বিক্রি হচ্ছে। চল নিবি?

মিলি : বা: মেঘ না চাইতে জল। সেদিন টিভিতে দেখাচ্ছিল কী করে ঘরে কেঁচো সার বানাতে হয়। চন্দ্রা তুইও নিশ্চই তোর ছাদ বাগানের জন্য সার নিবি।

চন্দ্রা : সে আর বলতে।

মিলি : তবে বেশি কিন্তু নেওয়া যাবে না। একটু নানান ধরনের ভালো চালও তো নিতে হবে। বোচকা ভারী হয়ে গেলে টেনে নিয়ে যাওয়া মুশকিল।

চন্দ্রা : আরে সুকোমল না?

মিলি : বা: চন্দ্রা বৌদি আপনি এসেছেন দেখে খুব ভালো লাগছে।

চন্দ্রা : হ্যাঁ তোমার mail দেখেই তো আমার বন্ধুকে নিয়ে এখানে এলাম।

সুকোমল : কেমন লাগছে আপনাদের এই মেলা?

চন্দ্রা : আমাদের দারুণ লাগছে। ভাবতেই পারিনি এমন সুন্দর মেলা হতে পারে।

সুকোমল : শুধু জিসিপত্র বিক্রি আর প্রদর্শনীই নয়, চলছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা চক্র। নানা বিষয়ে হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে। কালকেই শেষ দিন। কাল একটা interesting demonstration আছে। আপনাদের ভালো লাগবে।

চন্দ্রা : কি বিষয় নিয়ে হবে?

সুকোমল : রান্নাঘরের আবর্জনা থেকে কীভাবে সার তৈরি করা যায় স্টেপ বাই স্টেপ দেখান হবে।

মিলি : বা: দারুণ বিষয়। চন্দ্রা কাল আসবি? যদিও রোজ রোজ বেরোন একটু অসুবিধা, তাহলেও ম্যানেজ করতে হবে।

চন্দ্রা : ঠিক বলেছিস। আমারও খুব আসতে ইচ্ছে করছে। আমি রোজ ফেলে দেওয়া চা পাতা জমিয়ে নিজের মত করে আমার ছাদ বাগানের জন্য সার তৈরি করি। কিন্তু ব্যাপারটা একটু বিজ্ঞান সম্মত ভাবে শিখতে পারলে ভালোই হয়।

সুকোমল : কাল আসুন বৌদি আপনারা। ভালো লাগবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জৈব কৃষি নিয়ে সারা জীবন কাজ করে গেছেন এমন কিছু মানুষজন উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা সরাসরি জানতে পারবেন।

চন্দ্রা : ঠিক আছে সুকোমল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। মেলার ওই পাশটা যাওয়া হয়নি। ওই দিক ঘুরে আর কিছু জিনিস পত্র কিনে বাড়ি ফিরব।

সুকোমল : মেলার শেষের দিকটাতে মেলায় যে সমস্ত চাল সবজি দেখান হচ্ছে, তাই দিয়েই খাবার তৈরি করে বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে।

চন্দ্রা : তাই নাকি! তাহলে তো টেস্ট করতেই হচ্ছে। চল্ মিলি। এসো সুকোমল ফুড স্টলের দিকে যাওয়া যাক।

সুকোমল : বৌদি আমি যেতে পারছিনা। আমার এখানে কিছু কাজের দায়িত্ব রয়েছে। আপনারা ঘুরে আসুন। ভালো লাগবে।

মিলি : খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, পাঁচমিশালি তরকারি, টমেটোর চাটনি, পায়েস ..... চন্দ্রা এতো পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। এই অবেলায় এত কিছু খাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা : চল একটু খিচুড়ি আর পায়েস টেস্ট করা যাক।

মিলি : আ: কি দুরুণ স্বাদ।

.... চন্দ্রার মোবাইল বেজে ওঠে ....

চন্দ্রা : হ্যালো কে বলছেন। কে পাপু? ও তুমি আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের অঞ্জলিদির ছোট ছেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল পাপু। হ্যাঁ-হ্যাঁ-জেঠু আজ সন্ধ্যেবেলা থাকবেন। ও ... তোমার project এর ব্যাপারে জেঠুর সঙ্গে কথা বলতে চাও। ঠিক আছে আমি একটু বাইরে আছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। জেঠুও ওই সময়ের মধ্যেই ফেরার কথা। তুমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে চলে এস। ঠিক আছে। দেখা হবে।

চন্দ্রা : চল মিলি কাল যখন আসবো ঠিক করেছি আজ অল্প কিছু কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরি, কাল না হয় বাকি যা নেওয়ার নেওয়া যাবে।

মিলি : ঠিক আছে আজ তাহলে কালো চাল যেখানে বিক্রি হচ্ছিল সেখান থেকে কিছুটা চাল আর কিছু সবজি নিয়ে বাড়ি ফেরা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

.... কলিং বেলের আওয়াজ এবং পরে দরজা খোলার আওয়াজ। ...

পরি : ও বাবা বৌদিমণি তোমার ব্যাগটা বড্ড ভারি হইয়েছে।

চন্দ্রা : হ্যাঁ রে পরি আজ খুব পরিশ্রম হয়েছে। ধরতো বাবা ব্যাগ দুটো দাদাবাবু ফিরেছে।

পরি : না বৌদিমণি।

চন্দ্রা : আমাকে এক গ্লাস জল দে। আর এই প্যাকেটটায় কালোচাল আছে। ওর থেকে অর্ধেকটা বের করে মুগ ডাল দিয়ে যেমন করে ডালিয়ার খিচুড়ি বানাই আমরা সেই ভাবে বসিয়ে দে দেখি।

পরি : ও মা বৌদিমণি তুমি কালাচাল এনেছ? এতো দারুণ স্বাদের চাল গো।

চন্দ্রা : ও মা তুই কালো চালের কথা জানিস্?

পরি : বা: জানবনি। ছোটবেলায় মামাঘরে দিদিমা কত এই চালের পায়েস করে খাওয়া তো গোরুর দুধ জ্বাল দে। সে সব দিন গুলান কোথায় হাইরে গেল ...।

চন্দ্রা : তুই খিচুড়ি বসানোর ব্যবস্থা কর, আমি ছাদ থেকে একটু আসছি।

পরি : এখন আবার ছাদে যাবেক কেন? বাইরে থেকে এসেছ, জামাকাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম নাও ক্যানে।

চন্দ্রা : দাঁড়া বক বক করিস নাতো। এই দ্যাখ কেঁচো সার এনেছি। অনেক রকম সবজির বীজ এনেছি। এগুলো ঠিকঠাক জায়গায় রেখে এখুনি আসছি।

.... কলিং বেলের আওয়াজ ... দরজা খোলার শব্দ ....

চন্দ্রার স্বামী (চ.স্বা:) - বৌদি ফিরেছে?

পরি : হ্যাঁ দাদাবাবু। এই এক টুককুন আগে ফিরেছে।

চ: স্বা: : বা: দারুণ গন্ধ আসছে রান্নাঘর থেকে। কী রান্না হচ্ছে।

চন্দ্রা : ও: তুমি এসে গেছ! কী কেমন গন্ধ পাচ্ছ?

ত:স্বা: : হ্যাঁ দারুণ সুবাস। কী ব্যাপার বলতো?

চন্দ্রা : আরে তোমাকে সকালে বললাম না Steel Fair এ যাবো আমি আর মিলি। সেখান থেকেই কালো চাল এনেছি। খিচুড়ি বানাচ্ছি ওই চাল দিয়ে। আগে চা বিস্কুট খাও, ততক্ষণে হয়ে যাবে।

চ:স্বা: : জানো তো চীন দেশে কালো চালকে বলা হত Forbidden Rice।

চন্দ্রা : কেন? কেন? এত উপকারী চালের ওপর এমন নিষেধাজ্ঞা কেন?

চ:স্বা: : উহু নিষেধাজ্ঞা ছিল সাধারণ মানুষের জন্য। সেই সময় খুব অল্প এলাকাতেই এই চালের চাষ করা হত। কেবলমাত্র অভিজাত পরিবারের লোকেদের জন্য।

চন্দ্রা : Seed Fari-এ গিয়ে দারুণ লাগলো। ওখানে কত নানান জাতের চাল, ডাল, সবজি। প্রদর্শনীও হচ্ছে। কী মজার মজার সব চালের নাম রাধুঁনি পাগোল, রাধা তিলক, তুলসী মুকুল, চামরমণি, কনকচূড় আরো কত সব নাম।

চ:স্বা: : হ্যাঁ আমাদের দেশের জৈব বৈচিত্র্য গর্ব্ব করার মতো। অথচ অধিক ফলনশীল জাতের চাষ করে আর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করে আজ আমাদের দেশের জমির করুণ দশা। প্রচুর জল লাগছে চাষ করতে। এদিকে যতই কাঁড়ি কাঁড়ি সার ছিঁটোও জমি নিস্ফলা হয়ে যাচ্ছে। জৈব কৃষি ছাড়া কোন গতি নেই।

চন্দ্রা : ও: ভালো কথা খানিকক্ষণ আগে পাশের ফ্ল্যাটের অঞ্জলিদির ছোট ছেলে ফোন করেছিল। ও কোথায় প্রোজেক্ট করবে তোমার কাছে সেই ব্যাপারে কিছু জানতে চায়।

চ:স্বা: : কখন আসবে? আজ আবার মি: বোস আসবেন শীতের অনুষ্ঠান নিয়ে কথা বলতে। আমাদের ক্যাম্পাসে এবার থেকে শারদীয়া উৎসবের সঙ্গে নতুন করে শুরু হতে চলেছে Winter Fest।

চন্দ্রা : হ্যাঁ শুনেছি। আমাদের লেডিস ক্লাবে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। জানতো এবারকার পুজোর ব্যাপারে সবাই তোমার খুব সুখ্যাতি করছিল। সোলার প্যানেল দিয়ে মণ্ডপ সজ্জার এমন দুর্দান্ত আইডিয়া তুমি দিয়েছিলে ... সত্যিই ইউনিক।

চ:স্বা: : ভাবনাটা আমার ঠিকই তবে সবাই মিলে এত সুন্দর করে ব্যাপারটা করে ফেলবে ভাবতে পারিনি।

চন্দ্রা : বহু দূর দূর থেকে মানুষ এসেছিলো আমাদের পুজো দেখতে। আমাদের ভলান্টিয়াররাও খুব খেটেছে সৌর বিদ্যুৎ সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে।

চ:স্বা: : কানাঘুষো শুনছি অপ্রচলিত শক্তির অফিস থেকে আমাদের ক্যাম্পাসের নাম মনোনীত হয়েছে সৌরশক্তি জনপ্রিয়করণের ব্যাপারে।

চন্দ্রা : বা: এতো দারুণ খবর।

চ:স্বা: : তুমি আবার সারা ক্যাম্পাস রাষ্ট্র করে বেরিয়ো না। আগে চিঠি আসুক তারপর সবাই জানবে।

চন্দ্রা : ঠিক আছে ববা। এই আমি মুখে কুলুপ আটলাম।

.... কলিং বেলের আওয়াজ ....

চন্দ্রা : মনে হচ্ছে অঞ্জলিদির ছোট ছেলে এসেছে।

... দরজা খোলার আওয়াজ ...

আরে এস পাপু। জেঠুকে তোমার কথা বলে রেখেছি। তোমরা কথা বল। আমি একটু রান্নাঘর থেকে আসছি।

চ:স্বা: : এসো বোস এখানে। তুমিই পাপু। তোমাদের সব কত ছোট ছোট দেখেছি। তা তুমি এখন কী করছো।

পাপু : আমি এখন Mass Communication নিয়ে পড়ছি। Recently একটা Design Studio তে কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছি। ওখানে নানারকম প্রোজেক্ট চলছে। Environment এর উপর campaign material তৈরির Project-এ আমাকে Sustainable Development-এর উপর reference করতে বলা হয়েছে।

চ:স্বা: : বা: খুব ভালো কথা।

পাপু : আমি internet ঘেটে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছি। মার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। তাই জেঠু সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে।

চ:স্বা: : হ্যাঁ সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সরকারি স্তরেও Sustainable Development এর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই তো এই বছর বিজ্ঞান প্রসার থেকে প্রতি রবিবার গীতাঞ্জলি বেতার তরঙ্গে সকাল আটটায় রেডিও নাটক সম্প্রচার করা হচ্ছে Sustainable Development এর উপর। নাটকের মধ্যে দিয়ে সাধারণের কাছে ব্যাপারটা তুলে ধরা হচ্ছে।

পাপু : ও ... মনে পড়েছে সেদিন ছোটমাসির বাড়িতে ডাক পড়েছিলো Poster demonstration এর জন্য চার্ট তৈরিতে help করতে। মাসতুতো বোন তুলতুল জাতীয় স্তরে Children

Congress এর জন্য তৈরি হচ্ছে স্কুলের প্রোজেক্ট। সেখানে ওরা আনাজপাতির খোসা, আরো সব নানান কিছু দিয়ে সার বানিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছে তার প্রভাব নিয়ে কাজ করছে। হ্যাঁ ঠিকই তো সেখানে পোস্টারে Sub Heading এ Sustainable Agriculture কথাটার উল্লেখ ছিল।

চ:স্বা: : Sustainable Agriculture বা স্থিতিশীল কৃষি বলতে সেই পদ্ধতিকেই বোঝায় যেখানে চাষের কাজে এমন জিনিস ব্যবহার হবে যার পুনর্নবীকরণ করা সম্ভব।

পাপু : ব্যাপারটা যদি একটু ভেঙ্গে বলেন।

চ:স্বা: : দেখ ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলাম, থ্রেসায় ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করতে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক তৈরি করতে প্রয়োজন জ্বালানি শক্তির। এই শক্তি আসে প্রধাণত ভূগর্ভজাত তেল ও কয়লা পুড়িয়ে। তেল ও কয়লার ভান্ডার অফুরন্ত নয়। একদিন শেষ হয়ে যাবে।

পাপু : ও বুঝেছি জীবাশ্ম জালানির কথা বলছেন।

চ:স্বা: : হ্যাঁ। জীবাশ্ম জ্বালানি যত ব্যবহার হবে পরিবেশ দূষণ তত বাড়বে। তাই জৈব সার ও জৈব পদ্ধতিতে রোগ পাক দমন করলে, জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার হয় না বলে ওই বাবদ শক্তি ক্ষয় হয় না। জমি চাষ করতে পশু শক্তির ব্যবহার করলে জ্বালানি শক্তির প্রয়োজনও কমে। কৃষিতে স্থিতিশীলতা আনতে জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হবে।

.... মোবাইলের রিং টোন ....

হ্যালো মি: দাস আমি এখন বাড়িতেই। কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছি। চলে আসুন।

পাপু : জেঠু আজ আমি তাহলে উঠি। আপনার সময়মত আরেকদিন আসবো। সেদিন কিন্তু Sustainable Procurement এর ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন। Net ঘাটাঘাটি করে একটা ধারণা হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটার গভীরে যাওয়া দরকার।

চ:স্বা: : আরে উঠছো কেন? মি: দাস আমাদের ক্যাম্পাসেরই পিছনের দিকের ফ্ল্যাটে থাকেন। আর যে ব্যাপারে কথা বলতে আসছেন তোমার ভালোই লাগবে। আমাদের এই ক্যাম্পাসে শীতে, Winter Fest করার কথা ভাবা হচ্ছে। সে ব্যাপারে কথা বলতেই আসছেন।

চন্দ্রা : ওমা পাপু তুমি চলে যাবে কি? তোমাদের জন্য নতুন ধরনের খিচুড়ি বানাচ্ছি। উনি এলে এক সঙ্গে দেব।

চ:স্বা: : মি: দাস আসতে আসতে sustainable procuement সম্পর্কে মূল ব্যাপারটা আলোচনা করে নেওয়া যাক। Dictionary তে এর অর্থ খুঁজতে গেলে পাবে টেঁকসই ক্রয় বা সুস্থায়ী ক্রয়।

পাপু : মানে?

চ:স্বা: : ব্যাপারটা বুঝতে হবে। দেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে, যথেচ্ছ প্রকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে আমরা এখন আধুনিক জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এখন আর প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

পাপু : ঠিকই বলেছেন।

চ:স্বা: : এদিকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভাবতে হবে তো? তাই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবীদরা চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন নূন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে কী করে কম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো যায়।

পাপু : সেটা কী করে সম্ভব?

চ:স্বা: : তুমি 3D Printing-এর কথা জানো? Sustainable Procurement এর একটা সুন্দর উদাহরণ 3D Printing

পাপু : শুনেছি 3D Printing-এর সাহায্যে নানা কিছু তৈরি করা যায়। কিন্তু কী পদ্ধতিতে ব্যাপারটা ঘটে ঠিক জানা নেই। আর Sustainable Procurement এর সাথে এর সম্পর্কই বা কি ঠিক জানি না।

চ:স্বা: : 3D Printing বিভিন্ন শিল্পে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। প্রায় শতকরা 50% শক্তি খরচ কমে গিয়েছে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে যেখানে কাঁচামাল অনেকটাই নষ্ট হত, সেখানে প্রায় 90% অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও কম সময়ে নকশায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের বিরাট সুবিধা রয়েছে এই পদ্ধতিতে।

পাপু : কী করে এটা সম্ভব?

চ:স্বা: : এখানে কোন বস্তুর নকশা ডিজিটাল 3D design ফাইল হিসেবে কম্পিউটারে থাকে। সেখান থেকে সূক্ষ্ম পর্দার আস্তরণ হিসেবে প্রিন্টারে পাঠান হয়। ধীরে ধীরে প্রতিটি সূক্ষ্ম পর্দা জুড়ে সেই বস্তুটির ত্রিমাত্রিক রূপ ফুটে উঠতে থাকে। প্লাস্টিক, অস্বচ্ছ প্লাস্টিক, রবারের মত প্লাস্টিক, তাপ বিরোধক প্লাস্টিক, ধাতু, মোম, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার হয় ত্রিমাত্রিক জিনিষ পত্র তৈরির জন্য।

পাপু : বা: ব্যাপারটা দারুণ তো।

চ:স্বা: : কোন বস্তুর প্রোটোটাইপ সহজেই কম্পিউটারে 3D ডিজাইনের মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে এই পদ্ধতিতে।

পাপু : তাহলে তো পরিবহণ খরচও অনেকটাই লাগছে না।

চ:স্বা: : একদম ঠিক বলেছ। যে দেশে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ত্রিমাত্রিক প্রোটোটাইপ নিখুঁত ভাবে তৈরি করা সম্ভব।

পাপু : তাহলে তো বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভবনা রয়েছে।

চ:স্বা: : অবশ্যই Sustainable Procurement এর মূল ভাবনাই হল নূণ্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, কম খরচে, কম চিরাচরিত শক্তি ব্যবহার করে, সামাজিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার।

পাপু : বা: 3D Printing তাহলে Sustainable Procurement এর সুন্দর উদাহরণ।

চ:স্বা: : হ্যাঁ নিশ্চই। বর্তমানে পরিবহন, মহাকাশযান, ভোগ্যপণ্য, বিশেষত চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃত্রিম অঙ্গ প্রতঙ্গ প্রতিস্থাপনে, দন্ত চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে এই প্রযুক্তির ব্যবহার চলছে।

পাপু : সত্যি বলছি এই ব্যাপারটা আমার একেবারেই জানা ছিল না।

চ:স্বা: : বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবীদরা আরো অনেক বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে কাজ করে চলেছেন যাদের Sustainable Procutement এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে। যেমন ধর Geen technology, Nanotechnology .....

... Calling bell-এর আওয়াজ ...

চন্দ্রা : মনে হচ্ছে মি: দাস এসে গিয়েছেন। দাঁড়াও আমি দরজা খুলছি।

... দরজা খোলার আওয়াজ ...

আসুন মি: দাস আসুন। এইখানটায় বসুন। ও হল আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের অঞ্জলিদির ছোট ছেলে পাপু।

চ:স্বা : ও একটা project এ Sustainable Development এর উপর কাজ করবে। তাই আমার সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছে। আপনি আমার সঙ্গে একটা দরকারি ব্যাপারে কথা বলতে আসছেন শুনে চলে যাচ্ছিল। আমি জোর করে বসিয়ে রেখেছি।

মি: দাস : বা: খুব ভালো করেছেন। আমাদের এই হরেকম্বা ক্লাবে Younger generation এর participation বাড়ানো দরকার। আমরা তো আছি, কমবয়েসিদের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তুমিই বলছি। তুমি বাপু এবারের Winter Fest-এ ঢুকে পড়।

পাপু : আমি অবশ্যই থাকব। এবার আমাদের ক্যাম্পাসের এই হরেকম্বা ক্লাব Solar Energy র উপর থিম করে সাড়া ফেলে দিয়েছে। পুজোর পরই পরীক্ষা ছিল বলে আমি miss করেছি, participate করতে পারিনি।

চ:স্বা: : এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। Winter Fest এ কী কী হবে আলোচনা করে নেওয়া যাক।

মি: দাস : প্রদর্শনী এবং পপুলার লেকচার তো থাকবেই।

চ:স্বা: : সর্বাগ্রে ঠিক করতে হবে মেলার মূল theme তারপর সেই অনুযায়ী প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে। আমার মনে হয় Sustainable development মূল theme করা যেতে পারে।

পাপু : আমার তো খুবই ভালো হয়। আমাকে এ ব্যাপারে প্রোজেক্ট করতেই হচ্ছে। আমি তাহলে এই Fest এ আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এসে ভালো ভাবে participate করতে পারবো।

মি: দাস : বিষয়টি খুবই ভালো। আমরা পরিবেশ পরিবেশ করে চেল্লাচ্ছি কিন্তু পরিবেশ বাঁচাতে কোথায় কী কাজ হচ্ছে এবং আমাদের নিজেদের কী করার আছে আমাদের সকলের জানা দরকার।

পাপু : আচ্ছা জেঠু Sustainable Agriculture এবং Sustainable Procurement দুটো ব্যাপারই প্রদর্শনীতে রাখা যেতে পারে।

মি: দাস : Sustainable Agriculture সম্পর্কে কিছুটা জানি, তবে অন্যটা আমার ঠিক জানা নেই।

চ:স্বা: : দেখুন মি: দাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য শিল্পজাত দ্রব্য আমরা ব্যবহার করি। সাবেক রীতিতে করতে গেলে অনেক বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়। শক্তি খরচ হয়। পরিবেশ দূষণ হয়। তাই পৃথিবীকে বাঁচাতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে Sustainable Procurement এর ব্যাপারে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবীদরা কাজ করে চলেছেন। যেমন ধরুন বাঁধানো দাঁত বা কানের যন্ত্র এখন কম্পিউটারের সাহায্যে 3D Printing পদ্ধতিতে বানানো হচ্ছে। অথবা ধরুন আস্ত একটা গাড়ির নানান যন্ত্রাংশ 3D Printing মাধ্যমে তৈরি করে সেগুলো জুড়ে একটা গাড়ি তৈরি করে ফেলা যাচ্ছে।

মি: দাস : বাব্বা এসবতো জানিই না। এই সব ব্যাপার স্যাপার আমাদের সকলে জানা বোঝা দরকার। ঠিক আছে প্রদর্শনীতে থাকবে Sustainable ... কী যেন বললেন ....

চ:স্বা: : Procurement

মি: দাস : হ্যাঁ হ্যাঁ Sustainable Procurement আর Sustainable Agriculture এই দুটো ব্যাপারই থাকবে। একটার সম্পর্কে অনেকেই জানে না আর আর একটা কিছুটা জানা আছে।

চন্দ্রা : আমি একটা কথা বলব।

মি: দাস : বলুন বৌদি। একটা কেন হাজারটা কথা বলুন। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়েই তো আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছব।

চন্দ্রা : আজ আমি Seed Fair এ গিয়েছিলাম। আচ্ছা ওই রকম নানান জাতের চাল, সবজি, কেনা বেচা করা যায় না এই Winter Fest এ ?

চ:স্বা: : বা: খুব ভালো কথা বলেছ তন্দ্রা। তোমরা যে মেলায় আজ গিয়েছিলে সেখানে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার মানুষেরা এসেছে তাদের জৈবচাষের সম্ভাবর নিয়ে। আমি জানি অনেক দিন আগে থেকে ওই মেলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা ছোট করে কাছাকাছি জেলার, জৈবচাষ নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের আমাদের Winter Fest এ ডাকতে পারি। প্রদর্শনীতে Sustainable Agricultrue সম্পর্কে বিস্তারিত থাকছে। এলাকার মানুষ কাছে জৈব চাষের ফসল হাতে পেলে ব্যাপারটা আরো তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

মি: দাস : বা: তাহলে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে।

চ:স্বা: : চন্দ্রা তুমি তো কালকেও যাবে বলছিলে ওই মেলায়। এক কাজ করো। মেলার অফিসে গিয়ে খবরা খবর নিয়ে এসো। তোমাদের Ladies club থেকে Winter Fest এ যাতে ব্যাপারটা করা যায় তার ব্যবস্থা কর।

মি: দাস : বা: আমাদের Winter Fest ভালোই হবে মনে হচ্ছে। দাদা পপুলার লেকচারের যোগাযোগটা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে।

চ:স্বা: : সে কোন অসুবিধা নেই। একদিন Sustainable Agriculture আর একদিন Sustainable procurement উপর লেকচারের ব্যবস্থা করে দেব।

মি: দাস : আমি এক পুতুল নাচের দলের কথা জানি যারা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে Puppet show করে। তাদের খবর দেওয়া যেতে পারে। আমাদের Winter Fest এর theme এর সঙ্গে ভালো যাবে।

চন্দ্রা : বা: দারুণ ভেবেছেন মি: দাস। আচ্ছা আমাদের childrens club এর মৌসুমিকে ব্যাপারটা জানালে কেমন হয়। ও ঠিক ছোটদের নিয়ে নাচগানের মধ্যে দিয়ে Environment এর উপর কিছু একটা বানিয়ে ফেলতে পারবে।

মি: দাস : তাহলে ছোটদেরও participation থাকবে Winter Fest এ। বা: আমাদের Winter Fest এর মূল পরিকল্পনা ভালোই এগোচ্ছে দেখছি।

চন্দ্রা : আপনারা কথা বলতে থাকুন আমি এখুনি আসছি।

... টেবিলে প্লেট রাখার আওয়াজ ...

মি: দাস : বা: দারুণ সুগন্ধ পাচ্ছি। ও বাবা এতো এলাহি ব্যাপার।

চন্দ্রা : নানা তেমন কিছু নয়। আজ Seed Fair এ গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আনা কালো চালের খিচুড়ি বানিয়েছি। আর পাঁচমিশালি তরকারি বানানো হয়েছে ওখান থেকে আনা সবজি দিয়ে। আর খিচুড়ি সঙ্গে বেগুন ভাজা অবশ্যই চাই। এখানে যা যা দেখছেন সবই জৈব চাষের মাধ্যম ফলানো হয়েছে। কোন রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয়নি। নাও পাপু ধরো।

পাপু : বা: দারুণ স্বাদ তো।

মি: দাস : এমন লোভনীয় খাবার খেতে খেতে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

চন্দ্রা : আবার নতুন কী আইডিয়া মি: দাস?

মি: দাস : ধরা যাক আমাদের Winter Fest চলবে তিনদিন ধরে। মাসের শেষ শুক্র, শনি ও রবি। রোজই ক্যাম্পাসের যে কেউ মুখরোচক খাবার তৈরি করে বিক্রি করতে পারবে সেখানে। Fest এর শেষ দিন জৈব চাষের জিনিস পত্র দিয়ে রান্নার প্রতিযোগিতা করলে কেমন হয়?

চন্দ্রা : বা: দুর্দান্ত আইডিয়া।

চ:স্বা: : কথায় আছে না পেটে খেলে পিঠে সয়।

পাপু : দারুণ Winter Fest এর পরিকল্পনা হয়েছে। Sustainable Development এর উপর প্রদর্শনী, পপুলার লেকচার, জৈবহাট, পাপেট শো, নাচ গান, খাওয়া-দাওয়া এবং পরিশেষে রান্নার প্রতিযোগিতা .... ফাটাফাটি প্লানিং।

মি: দাস : মনে হচ্ছে Winter Fest দারুণ জমে যাবে। চল সবাই তাহলে কাল থেকে কাজে নেমে পড়া যাক।